নাগরিক মঞ্চ

134, Raja Rajendralal Mitra Road
Block - B, Room No.- 7, First Floor
Kolkata - 700 085
Phone : (033) 2373-1921
Fax : (033) 2373-1921
e-mail : nagarikmancha@gmail.com

NAGARIK MANCHA
Industry Labour Environment

Ref: NM/ নিকাশ'। আবেদন/ ২ তাং-২২-৪-২০১৯

একটি জরুরী আবেদন

নাগরিক মঞ্চের সহযোগী বন্ধুদের কাছে

নাগরিক মঞ্চের বয়স ৩০ বছর। শ্রম, পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে করতেই আদিবাসী, কৃষিজীবী, বনবাসী, উচ্ছেদ নিয়ে ও প্রাসঙ্গিক একাধিক মানবিক কাজে নিজেকে যুক্ত করেছে। কাজ বলতে একদিকে যেমন সভা সমাবেশ, ধর্না, ডেপুটেশন , অন্যদিকে প্রাসঙ্গিক আইনসম্মত অধিকার রক্ষা, এবং না থাকা আইনের দাবীতে উপযুক্ত আলোচনা ও রাষ্ট্রের কাছে দাবী উপস্থিত করার কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছে। কিছু মৌলিক দাবী, শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে আইন সংযুক্ত হয়েছে। একইভাবে অনেক ন্যায্য দাবী অধরা রয়ে গেছে। নাগরিক মঞ্চের একাধিক উল্লেখযোগ্য অন্তর্তদন্ত প্রতিবেদন আছে, অবশ্যই সেসব শ্রমিক/ পরিবেশ/ উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে । ২০০৫ থেকে লাগাতারভাবে সরকার পোষিত এবং নিয়ন্ত্রিত উন্নয়নকে প্রশ্ন করে একাধিক সভা হয়েছে, প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৯-২০১৯ সময়ে ১২৯টির প্রকাশনা হয়েছে। যার মধ্যে ত্রিশটির মত প্রকাশনা এখন পাওয়া যায়। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রিসোর্স সেন্টার গঠিত হয়েছে যেখানে বহু মূল্যবান অসংখ্য শ্রম ও অর্থনীতি, পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি দলিল, পুস্তক, প্রতিবেদন পাওয়া যায়। সংখ্যাটা প্রায় তিন হাজার। ২০১৪ সাল থেকে আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। লক্ষ্যণীয়, এই গোটা পর্বে সর্বক্ষণের কর্মী/ আংশিক কর্মী কাজ করছেন তবে সবই কোন সাম্মানিক না নিয়েই। তবে হ্যাঁ সংগঠনটি মধ্য ত্রিশের যুবক হলেও শুরুর সেইসব কর্মী অনেকেই বৃদ্ধ হয়েছেন। যাঁরা এখনও টিকে আছেন তাঁদের কথাই বলছি। সংগঠনের সক্রিয়তায় শেষ বছর পাঁচেক তার যথেষ্ট ছাপ পড়েছে। একদল শুভানুধ্যায়ী মাসে মাসে একটা টাকা দিতেন যার পরিমাণ ছিল বছরে ৬ হাজার/ ১০ হাজার টাকা। এছাড়া কর্মসূচী নিলে অনুদানও পাওয়া যেত। আজ সাকুল্যে চারজন টাকা দেন। অনেকেই হয় তো জানেন না। নাগরিক মঞ্চ কোন সরকারি-বেসরকারি অর্থ সাহায্য কস্মিনকালেও পায়নি। চেষ্টা তো দূরঅস্ত্। তবুও কাজ চালিয়ে গেছে। কিছু মানুষের অক্লান্ত শ্রম আর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। কাজ করতে গেলে নিদেনপক্ষে গাড়িভাড়া, টিফিনটুকুও জোটানো যায়না। আফিস খোলা বন্ধের জন্য আংশিক সময়ের একজন সাহায্যকারী আছেন। যৎসামান্য টাকা তাও দেওয়া যায়না। টেলিফোনে বিল প্রায়শই দেওয়া হয় না । বন্ধ পড়ে থাকে। আমাদের এক বন্ধু যিনি মাসে মাসে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রিসোর্স সেন্টারের ভাড়াটা দিয়ে দেন। এই সাহায্য বন্ধ হলে কি হবে জানা নেই। এর মধ্যেও আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে বছর বছর প্রায় ৪ লাখের বেশি শ্রমিক রেজিষ্টার্ড কারখানায় কর্মরত অবস্থায় আহত হচ্ছেন। মারা যাচ্ছেন প্রায় সাতশর মত। ই-এস-আই থেকে প্রতিবন্ধী ভাতা পান প্রায় তিরিশ হাজার শ্রমিক। আমরা মঞ্চ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি কর্মস্থলে সুরক্ষা-নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং একই মুদ্রার অন্য দিকে পেশাগত অসুস্থতা ও পেশাগত রোগের প্রেক্ষিতে প্রচার কর্মসূচী গ্রহন করব। ২২ মার্চ ২০১৯, প্রথম সভা নাগরিক মঞ্চ ও ওয়ার্কার্স ইনিসিয়েটিভ-এর পক্ষ থেকে যৌথভাবে করা হয়েছে। এবার একটি পুস্তিকা, লিফ্লেট, প্রদর্শনী সহ শ্রমিক ও কর্মী মহল্লায় যাওয়া শুরু হবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা করছি— জুটমিলে যেখানে নারী শ্রমিকরা কাজ করেন এমন মিলগুলিতে। নারী শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে মিটিং-এর কাজ করছেন 'সংহিতা' যাকে পূর্ণ সহযোগিতা করছে নাগরিক মঞ্চ। এছাড়া এবার আমরা ২০১৯-২০তে নাগরিক মঞ্চ থেকে ১০টি প্রকাশনা করব সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বর্তমান লোকসভা নির্বাচন প্রেক্ষিতে পাঁচবছরে অর্থনীতি-শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা নিয়ে আমাদের পুস্তিকা প্রকাশ হচ্ছে,‘ আমাদের মতামত—আপনার সিদ্ধান্ত’ । আর একটি প্রকাশনা— ‘কার্ল মার্কস। মজুরী শ্রম ও বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের হিসাব নিকাশ’।

শ্রমিকশ্রেণী এখন ২য় পর্ব— ছাপার কাজ চলছে। ‘নদী কথা’— যাতে থাকছে মেঘনাদ সাহা, কপিল ভট্টাচার্য, রিভার্স অফ বেঙ্গল সহ আজকের নদী। এটি একটি খুব বড় কাজ, আমরা হাতে নিয়েছি।

এছাড়া ছাপার কাজ চলছে ‘আইনের বর্ণপরিচয়’। দ্বিতীয় সংস্করণ— যাতে সংযোজন হচ্ছে সাইবার ক্রাইম নিয়ে আইন। ‘মানুষের অধিকার চলমান সংগ্রাম’এর দ্বিতীয় ভাগ যেখানে চল্লিশটি আইন ও অধিকারের কথা থাকবে। এভাবেই কাজ চলছে। জনসংখ্যার রাজনীতি নিয়ে প্রকাশনা, সামাজিক সুরক্ষা, পেশাগত নিরাপত্তা, নিয়ে প্রকাশনা।

এইসব কাজগুলিতেই বড় বাধা হচ্ছে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা। আমরা যারা কাজ করতে চাই তাদের চলাফেরার জন্য ন্যূনতম অর্থ, অফিস চালানোর জন্য ন্যূনতম অর্থ এবং উপযুক্ত কার্যকরী হস্তক্ষেপ আমাদের নানান কাজের মাধ্যমে।

আজ ত্রিশ বছর বাদে এই প্রশ্ন মঞ্চের তরফে আমি রাখতে চাই। কাজ করার পরিসর এবং শুধু ইচ্ছা থাকলেই হবে না । পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান চাই। এতদিন একটা জোরালো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে দীর্ঘ সময়টা কাটিয়ে দিয়েছি। মানুষের জন্য কাজ করলে টাকার অভাব হয় না। আজ বোধ হয় সেই আস্থা রাখার মত অবস্থাটা নেই। অনেক কাজের ফিরিস্তি দিলেও কাজটা হয়ে উঠবে কি না — করা যাবে কি না তা আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিলাম। মতামত আমার— সিদ্ধান্ত আপনার । ভালো থাকবেন—

ধন্যবাদ

নব দত্ত / নাগরিক মঞ্চ

(মোঃ)৯৮৩১১৭২০৬০

২২-৪-২০১৯, কলকাতা